ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : كتاب الزكوة (যাকাত পর্ব)

١ .اشرح بالتفصيل حكم الزكاة ودليل وجوبها وشروط وجوبها في المذهب الحنفي.

(হানাফী মাযহাবে যাকাতের হুকুম, এর ওয়াজিব হওয়ার দলিল ও ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।)

প্রশ্ন-১: হানাফী মাযহাবে যাকাতের হুকুম, এর ওয়াজিব হওয়ার দলিল ও ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা:

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম রুকন হলো যাকাত। এটি একটি আর্থিক ইবাদত, যা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) কিতাবুয যাকাতের শুরুতে এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে একে ইসলামের 'সুদৃঢ় ও অকাট্য ফরজ বিধান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হানাফী ফিকহে যাকাতের বিধানগুলো অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

যাকাতের হুকুম (حكم الزكاة):

স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন এবং নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলমানের ওপর যাকাত আদায় করা 'ফরজ' (فرض)।

- যাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকারকারী **কাফের**।
- বিনা কারণে যাকাত বর্জনকারী **ফাসিক** এবং কঠিন শাস্তির যোগ্য।
- ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় না করলে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান জোরপূর্বক তা আদায় করবেন।

'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে:

(الزَّكَاةُ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ لَا يَسَعُ تَرْكُهَا)

অর্থ: "যাকাত একটি সুদৃঢ় ও অকাট্য ফরজ বিধান, যা ত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই।"

যাকাত ফরজ হওয়ার দলিল (أدلة الوجوب):

যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা—এই তিন উৎসেরই অকাট্য দলিল রয়েছে।

১. পবিত্র কুরআন থেকে:

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

অর্থ: "তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (সূরা বাকারা: ৪৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) - "তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা তাদের পবিত্র করবে।" (সূরা তাওবা: ১০৩)

২. সুন্নাহ বা হাদিস থেকে:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

(بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ)

অর্থ: "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত... (তন্মধ্যে) নামাজ কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩. ইজমা (ঐকমত্য):

সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে অদ্যবধি সমস্ত উম্মাহ যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে যারা যাকাত অস্বীকার করেছিল, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি (شروط الوجوب):

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া'র আলোকে যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক এবং সম্পদ উভয়ের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. স্বাধীন হওয়া (الحرية):

ক্রীতদাসের ওপর যাকাত ফরজ নয়। কারণ, দাসের নিজস্ব কোনো মালিকানা নেই, তার সব কিছুই তার মনিবের। আর যার মালিকানাই নেই, সে দান করবে কীভাবে?

- দলিল: **(لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا)** - "কেননা দাসের কোনো মালিকানা নেই।"

২. মুসলিম হওয়া (الإسلام):

কাফেরের ওপর যাকাত ফরজ নয়। কারণ যাকাত একটি 'ইবাদত'। আর কাফের ইবাদত পালনের যোগ্য নয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার ওপর যাকাত বর্তাবে, ইসলাম গ্রহণের আগের সময়ের যাকাত তাকে দিতে হবে না।

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (البلوغ) ও সুস্থ মস্তিষ্ক (العقل):

এটি হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ স্বকীয়তা। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, শিশু (নাবালক) এবং পাগলের সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ নয়।

- **হিদায়ার যুক্তি:** যাকাত একটি ইবাদত এবং এটি পালনের জন্য 'নিয়ত' ও 'দায়িত্ববোধ' (তাকলিফ) প্রয়োজন। শিশু ও পাগলের সেই বোধশক্তি নেই।
- দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ)

অর্থ: "তিন ব্যক্তি থেকে কলম (শরিয়তের বিধান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে... শিশু থেকে যতক্ষণ না সে সাবালক হয় এবং পাগল থেকে যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।"

(উল্লেখ্য: ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে শিশু ও পাগলের সম্পদেও যাকাত ফরজ, যা তাদের অভিভাবক আদায় করবেন। কিন্তু হানাফী মতে ফরজ নয়)।

৪. পূর্ণ মালিকানা (الملك التام):

সম্পদটি ব্যক্তির দখলে থাকতে হবে এবং তা ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা (Tasarruf) থাকতে হবে।

- সুতরাং, হারানো সম্পদ, সমুদ্রে ডুবে যাওয়া মাল বা এমন ঋণ যা ফেরত পাওয়ার আশা নেই—এগুলোর ওপর যাকাত ফরজ নয়। কারণ এতে 'মালিকানা' থাকলেও 'দখল' বা ক্ষমতা নেই।

৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ (مِلْكُ النصاب):

সম্পদ শরিয়ত নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ (নিসাব) হতে হবে। যেমন—স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে ৭ তোলা, রৌপ্যের ক্ষেত্রে সাড়ে ৫২ তোলা। নিসাবের কম সম্পদে যাকাত নেই।

৬. বছর অতিবাহিত হওয়া (حولان الحول):

নিসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর এক চান্দ্র বছর পূর্ণ হতে হবে। বছরের শুরুতে এবং শেষে নিসাব পূর্ণ থাকা জরুরি।

- দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)

অর্থ: "কোনো সম্পদে যাকাত নেই যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়।"

৭. সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া (النماء):

সম্পদটি প্রবৃদ্ধিমান হতে হবে। এটি দুই প্রকার:

- **হাকিকি (বাস্তব প্রবৃদ্ধি):** যেমন—ব্যবসা, পশুপালন (বংশবৃদ্ধি)।
- **তাকদিরি (অনুমানগত প্রবৃদ্ধি):** যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য এবং টাকা-পয়সা। এগুলো নিজের কাছে রেখে দিলেও যাকাত দিতে হবে, কারণ এগুলোর মধ্যে প্রবৃদ্ধির যোগ্যতা সুপ্ত আছে।

৮. মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া (الفراغ عن الحوائج الأصلية):

বসবাসের ঘর, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের আসবাবপত্র, ব্যবহারের গাড়ি এবং পেশাজীবীর যন্ত্রপাতির ওপর যাকাত নেই। কারণ এগুলো মানুষের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ। যাকাত কেবল উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর ধার্য হয়।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, যাকাত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অর্থনীতির মেরুদণ্ড। হানাফী মাযহাবে যাকাতের শর্তাবলি—বিশেষ করে বালেগ ও আকেল হওয়ার শর্তটি—অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপানো না হয়। এই বিধান মেনে চললে সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়।

٢ .بين أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة والشروط الخاصة بكل نوع.
(যাকাত ওয়াজিব হয় এমন সম্পদের প্রকারভেদ ও প্রতিটি প্রকারের বিশেষ শর্তাবলি বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-২: যাকাত ওয়াজিব হয় এমন সম্পদের প্রকারভেদ ও প্রতিটি প্রকারের বিশেষ শর্তাবলি বর্ণনা কর।

ভূমিকা: আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন ধরণের সম্পদ দান করেছেন। তবে তিনি সব ধরণের সম্পদে যাকাত ফরজ করেননি। ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী, কেবল ওই সব সম্পদেই যাকাত ওয়াজিব হয়, যা **'নামী'** (Nami) বা বর্ধনশীল। এই বৃদ্ধি বাস্তবে হতে পারে অথবা হুকুমগতভাবে হতে পারে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার কিতাবুয যাকাত অধ্যায়ে যাকাতযোগ্য সম্পদগুলোকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র শর্তাবলি উল্লেখ করেছেন।

যাকাত ওয়াজিব হয় এমন সম্পদের প্রকারভেদ:

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী মূলত চার ধরণের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়: ১. স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং নগদ অর্থ (আল-আছমান - الأثمان)। ২. চতুষ্পদ জন্তু (আস-সাওয়ায়িম - السوائم)। ৩. ব্যবসার পণ্য (উরুদুত তিজারাহ - عروض التجارة)। ৪. শস্য ও ফলমূল (আয-যুরু' ওয়াছ-ছিমার - الزروع والثمار)।

নিম্নে প্রতিটি প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ ও শর্তাবলি আলোচনা করা হলো:

১. স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ অর্থ (الأثمان - Gold, Silver & Cash)

বিবরণ: স্বর্ণ ও রৌপ্যকে ফিকহের পরিভাষায় 'নাকদাইন' বা 'ছামান' (মূল্যমান) বলা হয়। এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত বিনিময়ের মূল মাধ্যম। আধুনিক যুগের কাগজের টাকা (Currency) এবং ব্যাংকে জমানো টাকাও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষ শর্তাবলি:

- **প্রবৃদ্ধি (Growth):** আল-হিদায়ার মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্য জন্মগতভাবেই বর্ধনশীল সম্পদ (তাকদিরি)। এগুলো দিয়ে ব্যবসা করা হোক বা সিন্দুক ও আলমারিতে অলস ফেলে রাখা হোক, অথবা গহনা হিসেবে ব্যবহার করা হোক—সর্বাবস্থায় এতে যাকাত ওয়াজিব।

- **নিসাব:**
    - স্বর্ণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে **২০ মিসকাল** (সাড়ে ৭ তোলা বা ৮৭.৪৮ গ্রাম)।
    - রৌপ্যের ক্ষেত্রে কমপক্ষে **২০০ দিরহাম** (সাড়ে ৫২ তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম)।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ)** অর্থ: "আর রৌপ্য মুদ্রায় এক-দশমাংশের চার ভাগের এক ভাগ (২.৫%) যাকাত দিতে হবে।"

২. চতুষ্পদ জন্তু (السوائم - Grazing Livestock)

বিবরণ: তৎকালীন আরব অর্থনীতিতে পশুপালন ছিল প্রধান আয়ের উৎস। শরিয়তে নির্দিষ্ট তিন প্রকার পশুর যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে: ক. উট (الإبل)। খ. গরু ও মহিষ (البقر)। গ. ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা (الغنم)।

বিশেষ শর্তাবলি: পশুর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সাধারণ শর্তের বাইরেও দুটি বিশেষ শর্ত রয়েছে:

- **ক. সাইমা (سائمة) হওয়া:** পশুটি 'সাইমা' হতে হবে। সাইমা বলা হয় ওই পশুকে, যা বছরের অধিকাংশ সময় (৬ মাসের বেশি) উন্মুক্ত চারণভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করে। যদি মালিককে পশুর খাবার কিনে খাওয়াতে হয় বা ঘরে পালতে হয়, তবে সেই পশুর যাকাত নেই।
    - **হিদায়ার দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا...)** - "চারণভূমিতে বিচরণকারী ছাগলের ক্ষেত্রে যাকাত..."।
- **খ. উদ্দেশ্য (Purpose):** পশুগুলো দুধ পান, বংশবৃদ্ধি ও মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্যে পালিত হতে হবে। যদি হালচাষ, পানি টানা বা বোঝা বহনের কাজে (আওয়ামিল) ব্যবহৃত হয়, তবে তাতে যাকাত নেই।
    - **দলিল: (لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ)** - "কাজে খাটানো পশুর ওপর যাকাত নেই।"

৩. ব্যবসার পণ্য (عروض التجارة - Trade Goods)

বিবরণ: স্বর্ণ-রৌপ্য ও পশু ছাড়া অন্য যেকোনো বস্তু (যেমন—জমি, ফ্ল্যাট, কাপড়, খাদ্যদ্রব্য, গাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি) যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে, তাকে 'উরুদুত তিজারাহ' বা ব্যবসার পণ্য বলা হয়।

বিশেষ শর্তাবলি: ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রধান শর্তগুলো হলো:

- **ক. নিয়ত (Intention):** বস্তুটি কেনার সময় বা মালিক হওয়ার সময় ব্যবসার নিয়ত থাকতে হবে। যদি কেউ নিজের ব্যবহারের জন্য গাড়ি কিনে এবং পরে তা বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা ব্যবসার পণ্য হবে না (ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তা বিক্রি করে টাকা হাতে আসে)।
- **খ. নিসাব:** বছর শেষে পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাবের সমপরিমাণ হতে হবে।
- **গ. স্থায়িত্বহীনতা:** দোকানের আসবাবপত্র, শো-কেস বা মেশিনারিজের ওপর যাকাত আসবে না। কেবল বিক্রির জন্য রাখা স্টক (Stock)-এর ওপর যাকাত আসবে।
    - **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **(أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)** - "তোমরা যা উপার্জন করেছ (ব্যবসা করেছ), তার উৎকৃষ্ট অংশ থেকে যাকাত দাও।"

৪. শস্য ও ফলমূল (الزروع والثمار - Agricultural Produce)

বিবরণ: ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসল বা কৃষিজাত পণ্যের যাকাতকে 'উশর' (এক-দশমাংশ) বলা হয়। এটি যাকাতের একটি বিশেষ প্রকার।

বিশেষ শর্তাবলি: শস্যের যাকাতের শর্তগুলো অন্যান্য যাকাত থেকে ভিন্ন:

- **ক. বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়:** অন্য সব সম্পদে এক বছর পার হওয়া শর্ত হলেও ফসলের ক্ষেত্রে ফসল কাটার মৌসুমেই যাকাত দিতে হবে। বছরে দুইবার ফসল হলে দুইবারই দিতে হবে।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)** - "ফসল কাটার দিনই তার হক (যাকাত) আদায় কর।" (সূরা আনআম: ১৪১)

- **খ. নিসাব:** ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, ভূমি থেকে যা উৎপন্ন হয় (তৃণলতা, কাঠ ও বাঁশ ছাড়া), তার সব কিছুতেই যাকাত দিতে হবে। এতে পরিমাণের কোনো নিসাব নেই; কম হোক বা বেশি, উশর দিতে হবে। (তবে সাহাবাইন বা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে ৫ ওয়াসাক বা প্রায় ২৫ মণের কম হলে যাকাত নেই)। হানাফী ফতোয়া ইমাম আবু হানিফার মতের ওপর।

- **গ. উৎপাদন খরচ:** যদি বৃষ্টির পানিতে ফসল হয় তবে ১০ ভাগের ১ ভাগ (উশর), আর যদি সেচ দিয়ে বা খরচ করে ফসল ফলায় তবে ২০ ভাগের ১ ভাগ (নিসফে উশর) দিতে হবে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত সম্পদের এই শ্রেণিবিভাগ অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। স্বর্ণ ও রৌপ্য হলো বিনিময়ের মাধ্যম, পশু ও শস্য হলো উৎপাদনের মাধ্যম, আর ব্যবসায়িক পণ্য হলো আদান-প্রদানের মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা এই সব ধরণের বর্ধনশীল সম্পদে গরিবের হক নির্ধারণ করে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।

٣ .ناقش بالتفصيل زكاة النقدين، ونصابيهما وقدر الواجب وشروط إخراج الزكاة فيهما.

(নাকদাইন—স্বর্ণ ও রূপার যাকাতের নিসাব, ওয়াজিব পরিমাণ ও যাকাত বের করার শর্তাবলি বিস্তারিত আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৩: নাকদাইন—স্বর্ণ ও রূপার যাকাতের নিসাব, ওয়াজিব পরিমাণ ও যাকাত বের করার শর্তাবলি বিস্তারিত আলোচনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী অর্থনীতিতে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে 'নাকদাইন' (নগদ দ্বয়) বা 'ছামান' (মূল্যমান) বলা হয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত বিনিময়ের মূল মাধ্যম। আধুনিক যুগের কাগজের টাকা (Currency) বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থও ফিকহী দৃষ্টিতে এই নাকদাইনের অন্তর্ভুক্ত। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'র 'বাবুব যাকাতিল মাল' অধ্যায়ে এগুলোর নিসাব ও যাকাত আদায়ের সূক্ষ্ম বিধানাবলি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে।

১. স্বর্ণের নিসাব ও যাকাতের পরিমাণ (نصاب الذهب وقدر الواجب)

স্বর্ণ বা সোনা একটি মহামূল্যবান ধাতু। এর যাকাতের নিসাব ও হুকুম নিম্নরূপ:

ক. স্বর্ণের নিসাব: শরিয়ত নির্ধারিত স্বর্ণের নিসাব হলো **২০ মিসকাল** (Mithqal)। এর কম হলে তাতে যাকাত নেই।

- **আধুনিক পরিমাপ:** ১ মিসকাল = ৪.৩৭ গ্রাম (প্রায়)। সুতরাং ২০ মিসকাল = **৮৭.৪৮ গ্রাম** বা **সাড়ে ৭ তোলা** (প্রায়)।

খ. ওয়াজিব পরিমাণ: কারো কাছে যদি ২০ মিসকাল স্বর্ণ থাকে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে তাতে **অর্ধ মিসকাল** যাকাত দেওয়া ফরজ।

- **হার:** এটি মূল সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা **২.৫% (আড়াই শতাংশ)**।

গ. অতিরিক্ত স্বর্ণের হিসাব: ২০ মিসকালের অতিরিক্ত স্বর্ণের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের বিধান হলো—প্রতি **৪ মিসকালে** ২ রতি (দুই পয়েন্ট) যাকাত বাড়বে। ৪ মিসকালের কম হলে তাতে অতিরিক্ত যাকাত আসবে না। একে ফিকহের পরিভাষায় 'আফউ' (মার্জনা) বলা হয়।

আরবি দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেছিলেন: **(لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ)** অর্থ: "তোমার ওপর স্বর্ণের যাকাত নেই যতক্ষণ না তোমার কাছে ২০ দিনার (মিসকাল) থাকে। যখন ২০ দিনার হবে এবং এক বছর পার হবে, তখন তাতে অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হবে।" (আবু দাউদ)

২. রৌপ্যের নিসাব ও যাকাতের পরিমাণ (نصاب الفضة وقدر الواجب)

রৌপ্য বা রূপা অর্থনীতির অন্যতম মানদণ্ড। এর বিধান নিম্নরূপ:

ক. রৌপ্যের নিসাব: রৌপ্যের নিসাব হলো **২০০ দিরহাম**। এর কম হলে যাকাত নেই।

- **আধুনিক পরিমাপ:** ২০০ দিরহাম = **৬১২.৩৬ গ্রাম** বা **সাড়ে ৫২ তোলা** (প্রায়)।

খ. ওয়াজিব পরিমাণ: ২০০ দিরহাম রৌপ্যের জন্য **৫ দিরহাম** যাকাত দেওয়া ফরজ।

- **হার:** এটিও মূল সম্পদের ৪০ ভাগের **১** ভাগ বা **২.৫%**।

গ. অতিরিক্ত রৌপ্যের হিসাব: ২০০ দিরহামের পর প্রতি **৪০ দিরহাম** বাড়লে তাতে **১** দিরহাম যাকাত বাড়বে। ৪০ দিরহামের কম হলে তা মাফ (ইমাম আবু হানিফার মতে)। তবে সাহাবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.)-এর মতে অতিরিক্ত অল্প পরিমাণেরও আনুপাতিক হারে যাকাত দিতে হবে।

আরবি দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ)** অর্থ: "আর রৌপ্য মুদ্রায় এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ ৪০ ভাগের **১** ভাগ) যাকাত দিতে হবে।" (বুখারী)

৩. যাকাত বের করার শর্তাবলি ও নিয়ম (شروط إخراج الزكاة)

'আল-হিদায়া' গ্রন্থে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ শর্ত ও মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে, যা জানা অত্যন্ত জরুরি:

ক. খাদ মিশ্রিত স্বর্ণ-রৌপ্য (المغشوش): খাঁটি স্বর্ণ বা রৌপ্য দিয়ে সাধারণত গহনা তৈরি করা যায় না, তাই এতে খাদ মেশাতে হয়।

- **হিদায়ার মূলনীতি (Rule of Dominance):** যদি মিশ্রিত ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণই **বেশি (Ghalib)** হয়, তবে পুরো বস্তুটিকে স্বর্ণ বা রৌপ্য হিসেবে গণ্য করে যাকাত দিতে হবে।

- আর যদি খাদ বেশি হয়, তবে তা সাধারণ 'পণ্যের' হুকুম পাবে। অর্থাৎ যদি ব্যবসার নিয়ত থাকে তবে যাকাত আসবে, নতুবা নয়।

- **আরবি ইবারত: (إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ)** - "যদি মুদ্রায় রৌপ্যই বিজয়ী (বেশি) থাকে, তবে তা রৌপ্যের হুকুমেই ধর্তব্য হবে।"

খ. গহনার যাকাত (زكاة الحلي): হানাফী মাযহাব মতে, স্বর্ণ-রৌপ্যের গহনা ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত, সর্বাবস্থায় তার যাকাত দিতে হবে। (শাফেঈ মাযহাবে ব্যবহৃত গহনায় যাকাত নেই)।

- **দলিল:** এক মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে নবীজির কাছে এলে তিনি মেয়ের হাতে মোটা বালা দেখে বললেন, "তুমি কি এর যাকাত দাও?" সে বলল, "না"। নবীজি বললেন, **(أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟)** - "তুমি কি চাও যে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের দুটি বালা পরান?" (আবু দাউদ)।

গ. মূল্য দ্বারা আদায় (Daf'ul Qimah): যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অত্যন্ত উদার। যাকাত হিসেবে হুবহু স্বর্ণ বা রৌপ্য কেটে দেওয়া জরুরি নয়, বরং স্বর্ণ-রৌপ্যের **বর্তমান বাজারমূল্য (Value)** টাকা দিয়ে আদায় করাও জায়েজ এবং উত্তম।

- **হিদায়ার যুক্তি: (لِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِحَاجَةِ الْفَقِيرِ)** - "কারণ মূল্য দিয়ে আদায় করা গরিবের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বেশি সহায়ক।"

ঘ. পাত্র ও আসবাব: স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি বাসন-কোসন বা আসবাবপত্র ব্যবহার করা পুরুষ-নারী সবার জন্য হারাম। কিন্তু কেউ যদি এগুলো বানিয়ে রাখে, তবে পাপ হওয়ার পাশাপাশি এগুলোর ওপরও যাকাত দেওয়া ফরজ।

ঙ. ভিন্ন ধাতুর বিধানঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্য ধাতু (যেমন—হীরা, জহরত, প্লাটিনাম, তামা) যতই মূল্যবান হোক, তাতে যাকাত নেই; যতক্ষণ না তা ব্যবসার পণ্য হয়।

উপসংহারঃ পরিশেষে বলা যায়, স্বর্ণ ও রৌপ্য আল্লাহ প্রদত্ত এমন সম্পদ যার মধ্যে প্রবৃদ্ধির যোগ্যতা সুপ্ত আছে। তাই এগুলো অলস ফেলে না রেখে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে পবিত্র করা মুমিনের দায়িত্ব। 'আল-হিদায়া'র আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ২০ মিসকাল স্বর্ণ বা ২০০ দিরহাম রৌপ্য থাকলেই তার ২.৫% গরিবের হক হিসেবে আদায় করতে।

٤ .تحدث عن زكاة الأنعام أنواعها ونصاب كل منها وشروط وجوب الزكاة فيها.

(গৃহপালিত পশুর যাকাত, এর প্রকারভেদ, প্রত্যেকের নিসাব এবং তাতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৪: গৃহপালিত পশুর যাকাত, এর প্রকারভেদ, প্রত্যেকের নিসাব এবং তাতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী অর্থনীতির ইতিহাসে পশুপালন বা 'মাওয়াসি' ছিল অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস। রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন যাকাত আদায়ের জন্য যেসব আমিল (গভর্নর) পাঠাতেন, তাদের কাছে পশুর যাকাতের বিস্তারিত লিখিত নির্দেশাবলি দিয়ে দিতেন। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'বাবুব জাকাতিস সাওয়াইম' (বিচরণকারী পশুর যাকাত) অধ্যায়ে এই বিধানগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

যাকাতযোগ্য পশুর প্রকারভেদ (أنواع الأنعام): শরিয়তে মূলত তিন শ্রেণির গৃহপালিত পশুর ওপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে: ১. উট (الإبل)। ২. গরু ও মহিষ (البقر)। ৩. ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা (الغنم)।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিশেষ শর্তাবলি (شروط الوجوب): পশুর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সাধারণ শর্তের (যেমন—মুসলিম, স্বাধীন ও বালেগ হওয়া) বাইরেও অতিরিক্ত দুটি বিশেষ শর্ত রয়েছে:

১. সাইমা হওয়া (السائمة): হানাফী মাযহাব মতে, পশুর যাকাত কেবল তখনই ওয়াজিব হবে, যখন পশুটি 'সাইমা' হবে।

- **সংজ্ঞা:** সাইমা হলো ওই পশু, যা বছরের অধিকাংশ সময় (৬ মাসের বেশি) উন্মুক্ত চারণভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করে।
- যদি মালিককে পশুর খাবার (ভূষি/খড়) কিনে খাওয়াতে হয় বা ঘরে পালতে হয়, তবে সেই পশুর যাকাত নেই।
- **হিদায়ার দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا...)** অর্থ: "চারণভূমিতে বিচরণকারী ছাগলের ক্ষেত্রে যাকাত (ওয়াজিব)..." (বুখারী)।

২. উদ্দেশ্য (Purpose): পশুগুলো দুধ পান, বংশবৃদ্ধি এবং মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্যে পালন করতে হবে।

- যদি পশুগুলো হালচাষ, পানি টানা বা বোঝা বহনের কাজে (আওয়ামিল) ব্যবহৃত হয়, তবে তাতে যাকাত নেই।
- **দলিল:** **(لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ)** - "কাজে খাটানো পশুর ওপর যাকাত নেই।"

প্রতিটি প্রকারের নিসাব ও যাকাতের পরিমাণ

নিম্নে 'আল-হিদায়া'র আলোকে প্রতিটি পশুর নিসাব বর্ণনা করা হলো:

১. উটের যাকাত (زكاة الإبل): উটের যাকাত শুরু হয় **৫টি** উট থেকে। ৫টির কম উটে যাকাত নেই।

- **নিসাব তালিকা:**
  - **৫ থেকে ৯টি উট:** ১টি ছাগল।
  - **১০ থেকে ১৪টি উট:** ২টি ছাগল।
  - **১৫ থেকে ১৯টি উট:** ৩টি ছাগল।
  - **২০ থেকে ২৪টি উট:** ৪টি ছাগল।
  - **২৫ থেকে ৩৫টি উট:** ১টি 'বিনতে মাখাদ' (১ বছর বয়সী মাদি উট)।
  - **৩৬ থেকে ৪৫টি উট:** ১টি 'বিনতে লাবুন' (২ বছর বয়সী মাদি উট)।
  - **৪৬ থেকে ৬০টি উট:** ১টি 'হিক্কাহ' (৩ বছর বয়সী মাদি উট)।
  - **৬১ থেকে ৭৫টি উট:** ১টি 'জাজ'আহ' (৪ বছর বয়সী মাদি উট)।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ)** - "প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল সদকা।"

২. গরু ও মহিষের যাকাত (زكاة البقر): গরুর যাকাত শুরু হয় **৩০টি** গরু থেকে। ৩০টির কমে যাকাত নেই। মহিষও গরুর হুকুমভুক্ত।

- **নিসাব তালিকা:**
    - **৩০ থেকে ৩৯টি গরু:** ১টি 'তাবি' বা 'তাবিআহ' (১ বছর পূর্ণ করে ২ বছরে পদার্পণকারী গরুর বাছুর)।
    - **৪০ থেকে ৫৯টি গরু:** ১টি 'মুসিন্না' (২ বছর পূর্ণ করে ৩ বছরে পদার্পণকারী দাঁত ওঠা গরু)।
    - **৬০টি গরু:** ২টি 'তাবি'। (৩০+৩০)।
    - **৭০টি গরু:** ১টি 'মুসিন্না' ও ১টি 'তাবি'। (৪০+৩০)।
- **হিদায়ার মূলনীতি:** গরুর সংখ্যার প্রতি ৩০-এ একটি করে 'তাবি' এবং প্রতি ৪০-এ একটি করে 'মুসিন্না' দিতে হবে।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন: **(أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً)** অর্থ: "প্রতি ৩০টি গরুতে একটি তাবি এবং প্রতি ৪০টিতে একটি মুসিন্না গ্রহণ করবে।"

৩. ছাগল ও ভেড়ার যাকাত (زكاة الغنم): ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার যাকাত শুরু হয় **৪০টি** থেকে। এর কমে যাকাত নেই।

- **নিসাব তালিকা:**
    - **১ থেকে ৩৯টি:** যাকাত নেই।
    - **৪০ থেকে ১২০টি:** ১টি ছাগল।
    - **১২১ থেকে ২০০টি:** ২টি ছাগল।
    - **২০১ থেকে ৩৯৯টি:** ৩টি ছাগল।
    - **৪০০টি:** ৪টি ছাগল।
    - এরপর প্রতি ১০০টিতে ১টি করে ছাগল বাড়বে।
- **দলিল:** হযরত আবু বকর (রা.)-এর লিখিত নির্দেশনামায় ছিল: **(وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ)** অর্থ:

"চারণভূমিতে বিচরণকারী ছাগল ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে একটি ছাগল যাকাত।"

ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে হুকুম (زكاة الخيل): 'আল-হিদায়া'তে ঘোড়ার যাকাত নিয়ে ইমামদের মতভেদ উল্লেখ করা হয়েছে:

- **ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে:** যদি ঘোড়া বংশবৃদ্ধির জন্য পালা হয় এবং তাতে মাদি ও মদ্দা (নর ও নারী) মিশ্রিত থাকে, তবে মালিকের ইচ্ছাধিকার আছে— ১. প্রতি ঘোড়ার জন্য ১ দিনার যাকাত দিবে। ২. অথবা মোট মূল্যের ২.৫% (আড়াই শতাংশ) দিবে।
- **সাহাবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতে:** ঘোড়ার ওপর কোনো যাকাত নেই। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে: "মুসলিমদের ওপর ঘোড়া ও গোলামের সদকা নেই।"
- **ফতোয়া:** যুদ্ধের ঘোড়া বা ব্যবহারের ঘোড়ায় কারো মতেই যাকাত নেই।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, গৃহপালিত পশুর যাকাত ইসলামী অর্থনীতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল-হিদায়া গ্রন্থে প্রতিটি পশুর বয়স ও সংখ্যার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা ধনীদের সম্পদ পবিত্র করার পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে 'সাইমা' বা চারণভূমির শর্তটি পশুপালকদের জন্য এক বিশাল সহজতা (Taisir)।

٥ .عرف بأصناف المستحقين للزكاة الثمانية وبين شروط إعطاء كل صنف.
(যাকাত প্রাপ্য আট প্রকার গ্রহীতার সংজ্ঞা দাও এবং প্রত্যেক প্রকারকে দেওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-৫: যাকাত প্রাপ্য আট প্রকার গ্রহীতার সংজ্ঞা দাও এবং প্রত্যেক প্রকারকে দেওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর।

ভূমিকা: যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন। এটি কেবল ধনীদের থেকে সম্পদ আদায় করা নয়, বরং তা সঠিক পাত্রে পৌঁছে দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যাকাতের ব্যয়খাত বা 'মাসারিফ' সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছার ওপর এটি ছেড়ে দেননি। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'বাবুল মাসারিফ' অধ্যায়ে এই আট প্রকার গ্রহীতা এবং তাদের শর্তাবলি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যাকাতের মাসারিফ বা খাতসমূহ:

যাকাতের খাতসমূহ পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ)** অর্থ: "যাকাত তো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী কর্মী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য।"

নিচে এই আট প্রকারের বিবরণ ও শর্তাবলি আলোচনা করা হলো:

১. ফকির (الفقراء - The Poor):

- **সংজ্ঞা:** হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, ফকির হলো সেই ব্যক্তি যার সামান্য সম্পদ আছে, কিন্তু তা নিসাব পরিমাণ নেই। অথবা নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, কিন্তু তা মৌলিক প্রয়োজন (যেমন ঘর, পোশাক, আসবাব) মেটাতেই আবদ্ধ, বর্ধনশীল নয়।
    - **হিদায়ার ভাষ্য: (أَدْنَى مَالٍ)** - যার ন্যূনতম মাল আছে।
- **শর্ত:** ফকিরকে যাকাত দেওয়ার শর্ত হলো তার সম্পদ নিসাব পরিমাণ না থাকা।

২. মিসকিন (المساكين - The Destitute):

- **সংজ্ঞা:** মিসকিন হলো সেই ব্যক্তি যার কিছুই নেই। সে ফকিরের চেয়েও বেশি অভাবী। তাকে জীবিকার জন্য মানুষের কাছে হাত পাততে হয়।
    - **হিদায়ার ভাষ্য: (مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ)** - যার কিছুই নেই।
- **শর্ত:** তার অবস্থা এমন হতে হবে যে সে অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

৩. আমিল বা যাকাত আদায়কারী (العاملين عليها - Zakat Collectors):

- **সংজ্ঞা:** ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োগকৃত সেই সকল কর্মচারী, যারা যাকাত আদায়, সংরক্ষণ এবং বন্টনের কাজে নিয়োজিত।
- **শর্ত:**
    - তারা ধনী হলেও যাকাত থেকে বেতন বা পারিশ্রমিক নিতে পারবে।
    - তবে হাশেমী (নবী পরিবারের সদস্য) হলে নিতে পারবে না।
    - তাদের প্রাপ্য পরিমাণ হবে তাদের কাজের পারিশ্রমিক ও প্রয়োজনের অনুপাতে, এর বেশি নয়। **(يُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَكِفَايَتِهِ)**

৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (المؤلفة قلوبهم - Reconciling Hearts):

- **সংজ্ঞা:** যাদের মন জয় করার জন্য বা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত দেওয়া হতো। ইসলামের শুরুতে নওমুসলিম বা কাফের সরদারদের এটি দেওয়া হতো।
- **হুকুম:** হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, এই খাতটি বর্তমানে **রহিত (Saqit/Mansukh)** হয়ে গেছে।
    - **হিদায়ার যুক্তি:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন, তাই এখন আর টাকা দিয়ে কারো মন জয় করার প্রয়োজন নেই।

- (لَقَدْ أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ) - "নিশ্চয়ই আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদের (সাহায্যের) থেকে বেপরোয়া করেছেন।"

৫. ফির-রিকাব বা দাসমুক্তি (في الرقاب - Freeing Slaves):

- **সংজ্ঞা:** এর দ্বারা 'মুকাতাব' গোলাম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে গোলাম তার মালিকের সাথে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে মুক্তি পাওয়ার চুক্তি করেছে।
- **শর্ত:** তাকে যাকাতের টাকা দেওয়া হবে যাতে সে তা মালিককে পরিশোধ করে স্বাধীন হতে পারে। বর্তমানে দাসপ্রথা না থাকায় এই খাতটি কার্যত নেই।

৬. আল-গারিমুন বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (الغارمين - Debtors):

- **সংজ্ঞা:** এমন ব্যক্তি যে ঋণের দায়ে জর্জরিত। তার কাছে যদি সম্পদ থাকেও, তা ঋণ পরিশোধের পর নিসাব পরিমাণ থাকে না।
- **শর্ত:**
  - ঋণটি মানুষের পাওনা হতে হবে (মানত বা কাফফারার ঋণ নয়)।
  - তাকে যাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্য হবে ঋণ পরিশোধে সাহায্য করা।

৭. ফি সাবিলিল্লাহ (في سبيل الله - In the path of Allah):

- **সংজ্ঞা:** এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহর রাস্তায়'। তবে 'আল-হিদায়া'তে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **'মুনকাতিউল গুজাত'** (অসহায় যোদ্ধা) এবং **'মুনকাতিউল হুজ্জাজ'** (অসহায় হজ্জযাত্রী)।
  - যারা জিহাদে যেতে চায় বা হজ্জে যেতে চায় কিন্তু অর্থের অভাবে পারছে না।
  - কোনো কোনো ফকিহ এর দ্বারা দ্বীনি শিক্ষার্থী বা ইলম অন্বেষণকারীকেও বুঝিয়েছেন।
- **শর্ত:** তাদের নিজের সামর্থ্য বা বাহন না থাকা।

৮. ইবনুস সাবিল বা মুসাফির (ابن السبيل - Wayfarer):

- **সংজ্ঞা:** এমন ব্যক্তি যে সফরে আছে এবং তার কাছে খরচ নেই। যদিও সে নিজের বাড়িতে ধনী, কিন্তু সফরে সে নিঃস্ব।
- **শর্ত:**
    - তাকে কেবল অতটুকু পরিমাণ দেওয়া যাবে যা দিয়ে সে বাড়ি পৌঁছাতে পারে বা গন্তব্যে যেতে পারে।
    - সফরটি পাপ কাজের জন্য (যেমন ডাকাতি বা অবাধ্যতা) হওয়া যাবে না।

যাকাত প্রদানের সাধারণ শর্তাবলি (শুরুতে সিহহাত): ওপরের খাতগুলোতে যাকাত দেওয়ার সময় কিছু সাধারণ শর্ত পূরণ করতে হয়, যা 'আল-হিদায়া'তে উল্লেখ করা হয়েছে:

১. **তামলিক (التمليك):** গ্রহীতাকে সম্পদের পূর্ণ মালিক বানিয়ে দিতে হবে। শুধু খাবার খাইয়ে দিলে বা জনকল্যাণমূলক কাজে (রাস্তা/মসজিদ নির্মাণ) ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। ২. **হাশেমী না হওয়া:** নবীজির বংশধরদের (সৈয়দ) যাকাত দেওয়া হারাম। কারণ যাকাত হলো মানুষের মালের ময়লা। ৩. **নিকাত্মীয় না হওয়া:** নিজের পিতা-মাতা (ঊর্ধ্বতন) এবং সন্তান-সন্ততি (অধস্তন) এবং স্ত্রী-কে যাকাত দেওয়া যাবে না। কারণ তাদের ভরণপোষণ ব্যক্তির নিজের দায়িত্বেই থাকে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, যাকাতের এই আটটি খাত ইসলামী অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার মূল চাবিকাঠি। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মুয়াল্লাফাতুল কুলুব ব্যতীত বাকি খাতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই খাতগুলো সমাজের অন্নহীন, ঋণগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল। সঠিক খাতে যাকাত বন্টন করা মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব।

٦ .ناقش أحكام زكاة الفطر وحكمها ووقتها ومقدارها وعلى من تجب.
(সদকাতুল ফিতরের বিধান, সময়, পরিমাণ এবং কার উপর এটি ওয়াজিব তা আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৬: সদকাতুল ফিতরের বিধান, সময়, পরিমাণ এবং কার উপর এটি ওয়াজিব তা আলোচনা কর।

ভূমিকা: সদকাতুল ফিতর বা ফিতরা হলো রমজান মাসের রোজা পালনের পর ঈদের আনন্দে গরিব-দুঃখীদের শরিক করার একটি মাধ্যম। এটি রোজার ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা স্বরূপ। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর 'বাবু সদকাতিল ফিতর' অধ্যায়ে এর হুকুম ও মাসআলাগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১. সদকাতুল ফিতরের হুকুম (حكم صدقة الفطر):

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা **'ওয়াজিব'**। এটি ফরজ নয়, আবার সুন্নাতও নয়।

- **হিদায়ার ভাষ্য: (تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ)** অর্থ: "স্বাধীন মুসলমানের ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।"
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা সদকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন যাতে তা রোজাদারের অনর্থক কথা ও কাজ থেকে পবিত্রকারী এবং মিসকিনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা হয়।" (আবু দাউদ)। হানাফী ফকিহগণ বলেন, যেহেতু এর দলিল 'খবরে আহাদ' (একক বর্ণনা), তাই এটি 'ফরজ' না হয়ে 'ওয়াজিব' হয়েছে।

২. কার ওপর ওয়াজিব (على من تجب):

সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে তিনটি শর্ত থাকা জরুরি: **১. স্বাধীন হওয়া (الحرية):** ক্রীতদাসের ওপর ওয়াজিব নয়। ২. **মুসলিম হওয়া (الإسلام):** কাফেরের ওপর ওয়াজিব নয়। ৩. **নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া (ملك النصاب):**

যাকাতের নিসাব বনাম ফিতরার নিসাব: 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার এখানে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

- **যাকাতের জন্য** সম্পদ 'বর্ধনশীল' (নামী) হওয়া শর্ত।
- কিন্তু **ফিতরার জন্য** সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। বরং মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত (Hajat Asliyah) সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমমূল্যের সম্পদ থাকলেই ফিতরা ওয়াজিব হবে। এমনকি ঘরে অতিরিক্ত আসবাবপত্র বা শোপিস থাকলেও (যা নিসাব পরিমাণ হয়), তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব।

দায়িত্ব:

- পুরুষ ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে এবং তার নাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবেন।
- স্ত্রী বা সাবালক সন্তানের ফিতরা আদায় করা পিতার ওপর ওয়াজিব নয় (তবে দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে)।
- পাগল সন্তানের ফিতরা পিতা আদায় করবেন।

৩. সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ (مقدار صدقة الفطر):

সদকাতুল ফিতর আদায়ের জন্য হাদিসে মূলত চারটি খাদ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী এর পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক. গম বা আটা (البر/الحنطة): যদি গম বা গমের আটা দ্বারা ফিতরা দেওয়া হয়, তবে **'অর্ধ সা'** (نِصْفُ صَاعٍ) দিতে হবে।

- **বর্তমান ওজন:** অর্ধ সা সমান প্রায় **১ কেজি ৬৫০ গ্রাম** (সতর্কতামূলক ১ কেজি ৯০০ গ্রাম বা ২ কেজি ধরা হয়)।
- **হিদায়ার যুক্তি:** হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে গমের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম গমের 'অর্ধ সা'-কে যবের 'এক সা'-এর সমান মূল্যমান সাব্যস্ত করেছিলেন।

খ. যব, খেজুর ও কিসমিস (الشعير والتمر والزبيب): যদি যব, খেজুর বা কিসমিস দ্বারা আদায় করা হয়, তবে **'এক সা'** (صَاعٍ كَامِلٍ) দিতে হবে।

- **বর্তমান ওজন:** এক সা সমান প্রায় **৩ কেজি ৩০০ গ্রাম**।

মূল্য দ্বারা আদায়: হানাফী মাযহাব মতে, খাদ্যদ্রব্য হুবহু না দিয়ে তার **বাজারমূল্য** টাকা দিয়ে আদায় করা জায়েজ এবং এটি গরিবদের জন্য বেশি উপকারী। 'আল-হিদায়া'তে বলা হয়েছে: **(وَدَفْعُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ)** - "মূল্য পরিশোধ করা উত্তম (কারণ এতে গ্রহীতার প্রয়োজন মেটাতে সুবিধা হয়)।"

৪. সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময় (وقت الوجوب والأداء):

ওয়াজিব হওয়ার সময়: ঈদুল ফিতরের দিন **সুবহে সাদিক** বা ফজর হওয়ার সাথে সাথে এটি ওয়াজিব হয়।

- কেউ যদি ঈদের দিন সুবহে সাদিকের আগে মারা যায়, তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব নয়।
- কেউ যদি সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করে, তার পক্ষ থেকে ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব নয় (তবে মুস্তাহাব)।

আদায়ের সময়:

- **মুস্তাহাব সময়:** ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগেই আদায় করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজে যাওয়ার আগে ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। **(يُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى)**
- **অগ্রিম আদায়:** রমজান মাসের যেকোনো সময় বা ঈদের কয়েকদিন আগে আদায় করা জায়েজ। এতে গরিবরা ঈদের প্রস্তুতি নিতে পারে।
- **বিলম্বে আদায়:** যদি কেউ ঈদের দিন আদায় করতে ভুলে যায়, তবে মাফ হবে না। বরং পরে যেকোনো সময় তা আদায় করতে হবে। কারণ এটি তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে থেকে যায়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, সদকাতুল ফিতর একটি সার্বজনীন ইবাদত যা সমাজের সর্বস্তরে ঈদের খুশি ছড়িয়ে দেয়। 'আল-হিদায়া'র আলোকে আমরা জানতে পারি যে, যাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য সম্পদ আছে, তাদের ওপরও এটি ওয়াজিব। গম, যব বা খেজুরের মূল্যে এটি আদায় করে রোজার পবিত্রতা নিশ্চিত করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুমিনের দায়িত্ব।

٧ .بين أحكام زكاة عروض التجارة مع ذكر تقويمها لإخراج الزكاة منها.
(বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাতের হুকুম, এর মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি এবং তা থেকে যাকাত বের করার নিয়ম বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-৭: বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাতের হুকুম, এর মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি এবং তা থেকে যাকাত বের করার নিয়ম বর্ণনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসায়িক পণ্য বা 'উরুদুত তিজারাহ' (عروض التجارة) হলো স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিচরণকারী পশু ছাড়া অন্য যেকোনো সম্পদ (যেমন—জমি, কাপড়, খাদ্যদ্রব্য, গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি) যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'বাবুজ যাকাতিল উরুদ' অধ্যায়ে এর বিধান অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাতের হুকুম (حكم زكاة العروض):

হানাফী মাযহাব মতে, ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত আদায় করা **'ফরজ'**। যদি কারো কাছে নিসাব পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য থাকে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে তাকে যাকাত দিতে হবে।

দলিল:

- **কুরআন:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ, তার উৎকৃষ্ট অংশ থেকে ব্যয় (যাকাত প্রদান) কর।" (সূরা বাকারা: ২৬৭)। মুফাসসিরগণের মতে 'উপার্জন' দ্বারা এখানে ব্যবসার সম্পদ বোঝানো হয়েছে।

- **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: **(أَدُّوا صَدَقَةَ أَمْوَالِكُمْ)** - "তোমরা তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর।" সাহাবী সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বলেন: "রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত পণ্যের যাকাত বের করি।" (আবু দাউদ)।

শর্ত: ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য মূল শর্ত হলো **'নিয়ত'**। অর্থাৎ বস্তুটি কেনার সময় বা মালিক হওয়ার সময় ব্যবসার নিয়ত থাকতে হবে। যদি

উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো বস্তু পায় এবং ব্যবসার নিয়ত করে, তবুও তাতে যাকাত আসবে না যতক্ষণ না সে বাস্তবে ব্যবসায় লিপ্ত হয় (হানাফী মতে)।

২. মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি বা তাকভীম (تقويم العروض):

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত বের করার সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এর মূল্য নির্ধারণ করা। কারণ পণ্যের নিজস্ব কোনো নির্ধারিত নিসাব নেই। 'আল-হিদায়া'তে এ বিষয়ে চমৎকার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:

ক. স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা মূল্যায়ন: ব্যবসায়ীর স্বাধীনতা আছে পণ্যকে স্বর্ণ (দিনার) বা রৌপ্য (দিরহাম) যেকোনো একটার মাধ্যমে মূল্যায়ন করার।

- **হিদায়ার মূলনীতি (Anfa' lil-fuqara):** দুটির মধ্যে যেটির মাধ্যমে হিসাব করলে পণ্যের দাম নিসাব পরিমাণ হবে এবং **গরিবের জন্য বেশি উপকারী** হবে, সেটি গ্রহণ করা ওয়াজিব।
- উদাহরণস্বরূপ: বর্তমানে রৌপ্যের নিসাবের দাম কম। কারো কাছে অল্প মালামাল থাকলে স্বর্ণের হিসেবে নিসাব নাও হতে পারে, কিন্তু রৌপ্যের হিসেবে হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রৌপ্যের হিসেবেই যাকাত দিতে হবে।
- **হিদায়ার ভাষ্য: (تُقَوَّمُ بِالْمَضْرُوبَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ... وَهُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ)** অর্থ: "স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে... যা গরিবদের জন্য বেশি উপকারী।"

খ. কোন সময়ের মূল্য ধর্তব্য? যাকাত বের করার সময় কেনার দাম (Purchase Price) ধর্তব্য নয়, বরং **বর্তমান বাজার মূল্য (Current Market Value)** ধর্তব্য। অর্থাৎ বছর শেষে যেদিন যাকাত হিসাব করা হচ্ছে, সেদিন বাজারে এই পণ্য বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যাবে, সেই দাম ধরতে হবে।

গ. স্থায়ী সম্পদ বাদ দেওয়া: দোকানের ডেকোরেশন, আসবাবপত্র, শো-কেস, ফ্রিজ বা গাড়ি (যা পণ্য বহনে ব্যবহৃত হয়)—এগুলোর ওপর যাকাত আসবে না। কেবল 'বিক্রির জন্য রাখা' (Stock-in-trade) পণ্যের মূল্য ধরতে হবে।

৩. যাকাত বের করার নিয়ম (كيفية إخراج الزكاة):

মূল্য নির্ধারণের পর যাকাত আদায়ের নিয়ম নিম্নরূপ:

ক. মোট সম্পদের হিসাব: প্রথমে হাতে থাকা নগদ টাকা + ব্যাংকে থাকা টাকা + ব্যবসার পণ্যের বর্তমান মূল্য + মানুষের কাছে পাওনা টাকা (প্রাপ্য ঋণ)—সব একত্রিত করতে হবে। এরপর তা থেকে নিজের দেনা বা ঋণ বাদ দিতে হবে। অবশিষ্ট সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবে যাকাত দিতে হবে।

খ. আদায়ের হার: মোট নিসাব পরিমাণ সম্পদের **৪০ ভাগের ১ ভাগ** বা **২.৫% (আড়াই শতাংশ)** যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

- **হিদায়ার ভাষ্য: (فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ** - "যখন পণ্যের মূল্য ২০০ দিরহামে পৌঁছাবে, তখন তাতে ৫ দিরহাম যাকাত।"

গ. পণ্য নাকি মূল্য? হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ সুবিধা বা 'তাইসির' হলো—ব্যবসায়ী চাইলে হুবহু **পণ্য** দিয়েও যাকাত দিতে পারে, আবার পণ্যের **মূল্য (টাকা)** দিয়েও দিতে পারে।

- যেমন: কাপড়ের ব্যবসায়ী চাইলে ২.৫% কাপড় গরিবকে দিয়ে দিতে পারেন, অথবা সমপরিমাণ টাকাও দিতে পারেন। 'আল-হিদায়া' মতে মূল্য দেওয়া উত্তম, কারণ এতে গরিব নিজের প্রয়োজন মতো জিনিস কিনতে পারে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত ইসলামী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী, ব্যবসায়ীদের উচিত বছর শেষে তাদের স্টকের সঠিক বাজারমূল্য নির্ধারণ করা এবং গরিবের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে (স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাবে) ২.৫% হারে যাকাত আদায় করা। এতে সম্পদ পবিত্র হয় এবং ব্যবসায় বরকত আসে।

٨. قارن بين الزكاة والضرائب العصرية من حيث الأهداف والمبادئ والأحكام.
যাকাত ও আধুনিক করের মধ্যে উদ্দেশ্য, নীতি ও বিধানের দিক থেকে তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রশ্ন-৮: যাকাত ও আধুনিক করের মধ্যে উদ্দেশ্য, নীতি ও বিধানের দিক থেকে তুলনামূলক আলোচনা কর।

ভূমিকা:

অর্থনীতি একটি রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি। ইসলামী অর্থনীতিতে 'যাকাত' হলো একটি ঐশী বিধান এবং ইবাদত। অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় 'কর' বা ট্যাক্স (Tax) হলো রাষ্ট্র পরিচালনার আয়ের প্রধান উৎস। যদিও উভয়টিই মানুষের সম্পদ থেকে আদায় করা হয়, কিন্তু এদের উৎস, উদ্দেশ্য এবং বিধানে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ফিকহবিদগণ এই পার্থক্যগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

নিচে যাকাত ও আধুনিক করের তুলনামূলক আলোচনা ছক ও বিস্তারিত আকারে পেশ করা হলো:

১. সংজ্ঞাগত ও তাত্ত্বিক পার্থক্য:

- **যাকাত:** যাকাত (الزكاة) শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট অভাবী মুসলিমদের মালিক বানিয়ে দেওয়া। এটি ইসলামের একটি রুকন বা স্তম্ভ।
- **কর (Tax):** কর বা 'দরিবা' (الضريبة) হলো রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের আয়ের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বাধ্যতামূলক চাঁদা। এটি মানবরচিত আইনের ফল।

২. উদ্দেশ্যের দিক থেকে তুলনা (مقارنة من حيث الأهداف):

বিষয়	যাকাত (الزكاة)	কর (الضريبة)
মূল উদ্দেশ্য	যাকাতের মূল উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ।	করের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ জাগতিক। রাষ্ট্র পরিচালনা, অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা-ঘাট, সেতু) এবং সরকারি কর্মচারীদের

	এটি ধনীর সম্পদকে পবিত্র করে এবং কৃপণতা দূর করে। **দলিল:** (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) - "এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করবেন।"	বেতন-ভাতা প্রদান করাই এর লক্ষ্য।
নৈতিকতা	এটি একটি ইবাদত। প্রদানকারী সওয়াবের আশায় খুশিমনে তা আদায় করে।	এটি একটি রাষ্ট্রীয় দায়। অধিকাংশ মানুষ শাস্তির ভয়ে বা বাধ্য হয়ে এটি প্রদান করে।

৩. নীতির দিক থেকে তুলনা (مقارنة من حيث المبادئ):

- **স্থায়িত্ব বনাম পরিবর্তনশীলতা:**
  - **যাকাত:** যাকাতের বিধান, নিসাব এবং হার আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। কেয়ামত পর্যন্ত এর কোনো পরিবর্তন হবে না। কোনো পার্লামেন্ট বা সরকার চাইলেই যাকাতের হার ২.৫% থেকে বাড়িয়ে ৩% করতে পারবে না।
  - **কর:** কর সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল। সরকার প্রতি বছরের বাজেটে করের হার বাড়াতে বা কমাতে পারে।
- **নিসাব বা সচ্ছলতার মাপকাঠি:**
  - **যাকাত:** যাকাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট 'নিসাব' (নূন্যতম সীমা) আছে। এর নিচের মালিককে যাকাত দিতে হয় না।
  - **কর:** করের ক্ষেত্রেও সীমা (Tax Free Income Limit) থাকে, কিন্তু তা সরকারের ইচ্ছায় ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় পরোক্ষ কর (VAT) গরিব-ধনী নির্বিশেষে সবার ওপর চাপে।
- **উৎস:**
  - **যাকাত:** যাকাত কেবল 'বর্ধনশীল' (নামী) সম্পদের ওপর আসে। ব্যবহার্য বাড়ি, গাড়ি বা আসবাবপত্রে যাকাত নেই।

- **করঃ** আধুনিক কর ব্যবস্থায় আয়ের ওপর (Income Tax), ব্যয়ের ওপর (VAT), এমনকি ব্যবহার্য বাড়ি-গাড়ির ওপরও কর দিতে হয়।

৪. বিধান বা আহকামের দিক থেকে তুলনা (مقارنة من حيث الأحكام):

- **ব্যয়খাত বা মাসারিফঃ**
  - **যাকাতঃ** যাকাতের ব্যয়খাত সুনির্দিষ্ট। কুরআনে বর্ণিত ৮টি খাত (ফকির, মিসকিন ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোথাও (যেমন—মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা মেরামত) যাকাতের টাকা ব্যয় করা **হারাম**।
    - **হিদায়ার নীতিঃ (تَمْلِيكُ الْفُقَرَاءِ)** - গরিবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত।
  - **করঃ** করের টাকা সরকারের সাধারণ তহবিলে (Consolidated Fund) জমা হয়। এটি দিয়ে রাস্তাঘাট, সেতু, বেতন, প্রতিরক্ষা সব কিছুই করা যায়।
- **ধর্মীয় পরিচয়ঃ**
  - **যাকাতঃ** যাকাত কেবল মুসলমানদের ওপর ফরজ এবং কেবল মুসলমানদেরই দেওয়া যায় (হানাফী মতে)। অমুসলিমদের ওপর যাকাত নেই।
  - **করঃ** কর রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের (মুসলিম-অমুসলিম) ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য।
- **পরকালের সম্পর্কঃ**
  - **যাকাতঃ** আদায় করলে পরকালে জান্নাত ও পুরস্কারের নিশ্চয়তা আছে। না দিলে পরকালে কঠিন শাস্তির ধমকি আছে।
  - **করঃ** এটি আদায়ের সাথে পরকালের সওয়াবের সরাসরি সম্পর্ক নেই (যদি না জনকল্যাণের নিয়ত থাকে)। ফাঁকি দিলে দুনিয়ায় জেল-জরিমানা হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাঃ কর দিলে কি যাকাত আদায় হবে?

বর্তমান সময়ে এটি একটি বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন। হানাফী ফিকহ ও সমসাময়িক ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো:

সরকারকে আয়কর (Income Tax) বা ভ্যাট দিলে যাকাত আদায় হবে না।
কারণ:
১. যাকাত একটি ইবাদত, যার জন্য 'নিয়ত' শর্ত। কর দেওয়ার সময় সাধারণত যাকাতের নিয়ত থাকে না।
২. যাকাতের খাত (গরিব-মিসকিন) এবং করের খাত (উন্নয়নমূলক কাজ) এক নয়। সরকার করের টাকা দিয়ে রাস্তা বানায়, যা যাকাতের খাতে পড়ে না।
সুতরাং, মুসলিম নাগরিককে রাষ্ট্রের আইন মেনে করও দিতে হবে এবং আল্লাহর বিধান মেনে আলাদাভাবে যাকাতও দিতে হবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, যাকাত ও আধুনিক কর দুটি ভিন্ন সত্তা। যাকাত হলো ঈমানি ও আর্থ-সামাজিক ইবাদত, যার ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। আর কর হলো রাষ্ট্র পরিচালনার হাতিয়ার। কর মানুষের পকেট ভারি করে না বরং কমায়, কিন্তু যাকাত মানুষের সম্পদ কমায় না বরং বরকত বৃদ্ধি করে। ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে দারিদ্র্য বিমোচনে আধুনিক কর ব্যবস্থার চেয়ে তা অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

٩. اذكر مبطلات الزكاة والأشياء التي لا تجب فيها الزكاة.
(যাকাত বাতিল হওয়ার কারণসমূহ এবং কোন কোন জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হয় না তা উল্লেখ কর।)

প্রশ্ন-৯: যাকাত বাতিল হওয়ার কারণসমূহ এবং কোন কোন জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হয় না তা উল্লেখ কর।

ভূমিকা:

যাকাত ইসলামের একটি ফরজ বিধান যা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ধনীদের সম্পদে আরোপিত হয়। কিন্তু এমন কিছু পরিস্থিতি আছে যখন যাকাতের আবশ্যকতা বাতিল হয়ে যায় বা রহিত হয়ে যায়। আবার এমন কিছু সম্পদ আছে যা মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও শরিয়ত তাতে যাকাত ফরজ করেনি। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে যাকাত রহিত হওয়ার কারণ (সুকুত) এবং যাকাতমুক্ত সম্পদের (মা লা যাকাতা ফিহি) বিবরণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অংশ: যাকাত বাতিল বা রহিত হওয়ার কারণসমূহ (/ مبطلات الزكاة مسقطات الزكاة)

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর বা বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিম্নোক্ত কারণে যাকাতের আবশ্যকতা বাতিল বা রহিত হয়ে যায়:

১. সম্পদের বিনাশ বা ধ্বংস হওয়া (هلاك المال):

যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করার আগেই ওই সম্পদ (নিসাব) ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তার যাকাত মাফ হয়ে যাবে।

- **শর্ত:** সম্পদটি অনিচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস হতে হবে (যেমন—চুরি হওয়া, হারিয়ে যাওয়া বা অগ্নিকাণ্ড)।
- **ইচ্ছাকৃত ধ্বংস:** যদি মালিক নিজে ইচ্ছা করে সম্পদ নষ্ট করে বা কাউকে দান করে দেয়, তবে যাকাত মাফ হবে না। তাকে জরিমানা হিসেবে যাকাত দিতে হবে।
- আল-হিদায়ার ভাষ্য:

(وَيَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ)

অর্থ: "বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হলে যাকাতের ওয়াজিব (দায়) বাতিল হয়ে যায়।"

২. যাকাতদাতার মৃত্যু (الموت):

হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা হলো—যাকাত আদায় করার আগেই যদি ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে তার ত্যাজ্য সম্পদ (Estate) থেকে যাকাত নেওয়া হবে না। তার ওপর যাকাতের দায় বাতিল হয়ে যাবে।

- **কারণ:** যাকাত একটি ইবাদত। আর ইবাদত পালন করতে হয় নিজের ইচ্ছায় ও নিয়তে। মৃত্যুর পর ব্যক্তির সেই ক্ষমতা থাকে না।
- **ব্যতিক্রম:** যদি মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে 'অসিয়ত' করে যান যে, "আমার সম্পদ থেকে যাকাত দিয়ে দিও", তবে তার ত্যাজ্য সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ (Sulus) থেকে তা আদায় করা হবে।
- **আল-হিদায়ার দলিল: (تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِمَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ)** - "যার ওপর যাকাত ছিল, তার মৃত্যুর দ্বারা যাকাত রহিত হয়ে যায়।"

৩. ধর্মত্যাগ বা ইরতিদাদ (الردة):

নাউজুবিল্লাহ, যদি কোনো মুসলমান যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর ইসলাম ত্যাগ করে (মুরতাদ হয়ে যায়), তবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে তার পূর্বের যাকাতের দায় বাতিল হয়ে যাবে। কারণ যাকাত ইবাদত, আর কাফের ইবাদতের যোগ্য নয়।

৪. নিয়ত না থাকা (عدم النية):

যদি কেউ দান করল কিন্তু যাকাতের নিয়ত করল না, তবে তার ওই দান দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। অর্থাৎ তার যাকাত বাতিল বা অনাদায়ী থেকে যাবে। কারণ যাকাত সহীহ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত।

দ্বিতীয় অংশ: যেসব জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হয় না (الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة)

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, সকল সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ নয়। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদটি 'নামী' বা বর্ধনশীল হওয়া এবং মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া শর্ত। নিম্নোক্ত বস্তুসমূহে যাকাত ওয়াজিব নয়:

১. মৌলিক প্রয়োজনের বস্তু (الحوائج الأصلية):

মানুষের জীবন যাপনের জন্য যা একান্ত জরুরি, তাকে 'হাওয়াইজে আসলিয়া' বলা হয়। এগুলোর মূল্য যত বেশিই হোক, এতে যাকাত নেই।

- **উদাহরণ:** থাকার ঘর, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের আসবাবপত্র (খাট, আলমারি, সোফা), ব্যবহারের বাসন-কোসন ইত্যাদি।
- **হিদায়ার ভাষ্য: (لَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ... زَكَاةٌ)।**

২. ব্যবহারের বাহন (دواب الركوب):

চলাচলের জন্য ব্যবহৃত ঘোড়া, উট, বা বর্তমান যুগের মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল—এগুলোর ওপর যাকাত নেই। তবে যদি এগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে (Showroom) রাখা হয়, তবে যাকাত দিতে হবে।

৩. পেশাজীবীর যন্ত্রপাতি (آلات المحترفين):

মানুষ যা দিয়ে রুজি-রোজগার করে। যেমন—কামারের হাতুড়ি, ডাক্তারের যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরির মেশিনারিজ, কৃষকের ট্রাক্টর ইত্যাদি। এগুলোর মূল্যের ওপর যাকাত নেই, তবে এগুলোর উৎপাদিত আয় যদি জমে নিসাব পরিমাণ হয়, তবে আয়ের ওপর যাকাত আসবে।

৪. হীরা ও জহরত (الجواهر):

হীরা, মুক্তা, ইয়াকুত, পান্না ইত্যাদি মূল্যবান পাথরে যাকাত নেই, যদি না এগুলো ব্যবসার জন্য রাখা হয়।

- **কারণ:** 'আল-হিদায়া'র যুক্তি হলো, এগুলো 'নামী' বা বর্ধনশীল সম্পদ নয়। এগুলো গচ্ছিত রাখলে বাড়ে না। স্বর্ণ-রৌপ্য জন্মগতভাবেই মুদ্রা, কিন্তু পাথর মুদ্রা নয়।

৫. ইলম অর্জনের কিতাব (كتب العلم):

আলেম বা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের কিতাব বা বই-পুস্তকের ওপর যাকাত নেই। তবে যদি বই ব্যবসার জন্য হয় (লাইব্রেরি ব্যবসা), তবে যাকাত দিতে হবে।

৬. কাজের পশু (العوامل):

যেসব পশু হালচাষ, পানি টানা বা বোঝা বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ওপর যাকাত নেই। যদিও তা সংখ্যায় অনেক বেশি হয়। কারণ এগুলো বংশবৃদ্ধির জন্য (সাইমা) নয়, বরং কাজের জন্য রাখা হয়েছে।

৭. নাবালক ও পাগলের সম্পদ:

হানাফী মাযহাব মতে, শিশু ও পাগলের কোটি টাকা থাকলেও তাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ নয়। (যদিও অন্য মাযহাবে ফরজ)।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, যাকাত ব্যবস্থার ভিত্তি হলো ইনসাফ ও সহজতা। 'আল-হিদায়া'র আলোকে আমরা দেখি যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য জিনিসকে যাকাতমুক্ত রেখেছেন। কেবল সেই সম্পদেই যাকাত ধার্য করেছেন যা মানুষের কাছে অলস পড়ে থাকে বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি পায়। সম্পদ ধ্বংস হলে বা মালিক মারা গেলে যাকাত মাফ করে দেওয়া শরিয়তের উদারতারই বহিঃপ্রকাশ।

١٠ .ناقش أحكام زكاة المال المستفاد في أثناء الحول وزكاة الديون.
(বছর চলাকালীন অর্জিত সম্পদের যাকাত ও ঋণের যাকাতের বিধান আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-১০: বছর চলাকালীন অর্জিত সম্পদের যাকাত ও ঋণের যাকাতের বিধান আলোচনা কর।

ভূমিকা:

যাকাত হিসাব করার ক্ষেত্রে দুটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো—বছরের মাঝখানে নতুন কোনো সম্পদ উপার্জন করলে তার হিসাব কীভাবে হবে এবং মানুষের কাছে পাওনা ঋণের টাকার যাকাত কীভাবে দিতে হবে। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর 'কিতাবুয যাকাত'-এ ইমাম মারগিনানী (র.) এ বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বাস্তবসম্মত সমাধান প্রদান করেছেন, যা ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ উপকারী।

প্রথম অংশ: বছর চলাকালীন অর্জিত সম্পদের যাকাত (زكاة المال المستفاد)

পরিচয়:

'মালে মুস্তাফাদ' বা অর্জিত সম্পদ বলতে এমন সম্পদকে বোঝায়, যা যাকাতের বছর (হাওলানুল হাওল) শুরু হওয়ার পর এবং বছর শেষ হওয়ার আগেই মালিকের হস্তগত হয়। যেমন—কারো কাছে মহররম মাসে নিসাব পরিমাণ টাকা ছিল, এরপর রজব মাসে সে ব্যবসায় লাভ বা উপহার হিসেবে আরও কিছু টাকা পেল।

হুকুম ও বিধান:

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, যদি অর্জিত নতুন সম্পদটি পূর্বের সম্পদের 'জাতীয়' (Jins) হয়, তবে তা পূর্বের সম্পদের সাথে যোগ হবে এবং পূর্বের সম্পদের বছরের সাথেই তার বছর পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে। নতুন সম্পদের জন্য আলাদা বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়।

শর্তাবলি:

১. একই জাতীয় হওয়া: অর্জিত সম্পদটি মূল সম্পদের সমজাতীয় হতে হবে। যেমন—নগদ টাকার সাথে নতুন নগদ টাকা, বা উটের সাথে নতুন উট।

- ব্যতিক্রম: যদি মূল সম্পদ হয় ছাগল, আর মাঝখানে উপহার পেল গরু, তবে গরুর সাথে ছাগল যোগ হবে না। গরুর জন্য নতুন বছর গণনা শুরু হবে।

২. নিসাব বহাল থাকা: বছরের শুরুতে এবং শেষে নিসাব থাকতে হবে।

আল-হিদায়ার দলিল ও যুক্তি:

- ইবারত:

(وَمَنِ اسْتَفَادَ مَالًا مِنْ جِنْسِ نِصَابٍ لَهُ ... ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَزَكَّاهُ بِحَوْلِ الْأَصْلِ)

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি তার কাছে থাকা নিসাবের সমজাতীয় কোনো নতুন সম্পদ অর্জন করে... সে তা মূল সম্পদের সাথে যোগ করবে এবং মূল সম্পদের বছরের সাথেই তার যাকাত আদায় করবে।"

- **যুক্তি (Hidayah's Reasoning):** যদি প্রতিটি দিরহাম বা প্রতিটি আয়ের জন্য আলাদা আলাদা বছর গণনা করতে বলা হয়, তবে তা মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর (হারাজ) হবে। তাই শরিয়ত সহজ করার জন্য (Taisir) নতুন সম্পদকে পুরাতন সম্পদের অনুগামী (Taba') সাব্যস্ত করেছে।

দ্বিতীয় অংশ: ঋণের যাকাত (زكاة الديون)

পরিচয়:

যাকাতদাতার নিজের কাছে সম্পদ নেই, কিন্তু মানুষের কাছে তার টাকা পাওনা আছে (ঋণ দিয়েছে বা বাকিতে পণ্য বিক্রি করেছে)। এই পাওনা টাকার যাকাত কখন এবং কীভাবে দিতে হবে?

ঋণের প্রকারভেদ ও বিধান:

'আল-হিদায়া' এবং ফিকহ গ্রন্থাদিতে ঋণের যাকাতকে তিন প্রকারে ভাগ করা হয়েছে:

১. শক্তিশালী ঋণ (الدين القوي):

- **সংজ্ঞা:** নগদ টাকা ঋণ দেওয়া অথবা বাণিজ্যিক পণ্য (যা যাকাতযোগ্য) বিক্রি করার ফলে সৃষ্ট ঋণ।

- **হুকুম:** এই ঋণের যাকাত অতীত ও বর্তমান—সব বছরের জন্য ফরজ। কিন্তু আদায় করা ওয়াজিব হবে যখন টাকা হস্তগত হবে।

    - টাকা উসুল হওয়ার আগে যাকাত দেওয়া জরুরি নয় (তবে দিয়ে দিলে আদায় হবে)।

    - যখন কমপক্ষে **৪০ দিরহাম** (নিসাবের এক-পঞ্চমাংশ) উসুল হবে, তখন সেই অংশের যাকাত (১ দিরহাম) দেওয়া ওয়াজিব হবে।

- **হিদায়ার ভাষ্য: (إِذَا قَبَضَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ)** - "যখন ৪০ দিরহাম উসুল করবে, তাতে ১ দিরহাম যাকাত দিবে।"

২. মধ্যম ঋণ (الدين المتوسط):

- **সংজ্ঞা:** এমন জিনিসের বিক্রি বাবদ পাওনা টাকা যা মূলত ব্যবসার পণ্য ছিল না। যেমন—নিজের ব্যবহারের পুরাতন গাড়ি বা বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করেছে, কিন্তু ক্রেতা এখনো টাকা দেয়নি।

- **হুকুম:** এই ঋণের যাকাতও দিতে হবে, তবে বিগত বছরের যাকাত দেওয়া জরুরি কি না তা নিয়ে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মত হলো—উসুল হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে। তবে শর্ত হলো, উসুলকৃত টাকা **নিসাব পরিমাণ (২০০ দিরহাম)** হতে হবে। নিসাবের কম উসুল হলে যাকাত দিতে হবে না।

৩. দুর্বল ঋণ (الدين الضعيف):

- **সংজ্ঞা:** এমন পাওনা যা কোনো কিছু বিক্রি বা ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে নয়। যেমন—নারীর মহরের টাকা (যা এখনো স্বামী দেয়নি), অসিয়তের টাকা, বা দিয়তের (রক্তপণ) টাকা।

- **হুকুম:** এই টাকা হস্তগত হওয়ার আগে এতে কোনো যাকাত নেই। টাকা হাতে আসার পর নতুন করে বছর গণনা শুরু হবে (ইমাম আবু হানিফার মতে)। অতীত বছরের যাকাত দিতে হবে না।

- **হিদায়ার যুক্তি:** এই অর্থগুলো কোনো সম্পদের বিনিময় (Bodal) নয়, তাই এগুলো হাতে আসার আগে পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।

ঋণের যাকাত সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম:

হানাফী মাযহাব মতে, ঋণ উসুল বা হস্তগত হওয়ার আগে যাকাত দেওয়া ফরজ নয়। কিন্তু কেউ যদি নিজের অন্য সম্পদ থেকে অগ্রিম দিয়ে দেয়, তবে তা আদায় হয়ে যাবে এবং এটাই তাকওয়ার পরিচায়ক।

দলিল: (لَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) - "ঋণের টাকা হস্তগত করার আগে তার যাকাত দেওয়া আবশ্যক নয়।"

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, বছর চলাকালীন অর্জিত সম্পদ মূল সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত দেওয়া এবং ঋণের টাকা হাতে আসার পর পেছনের বছরের যাকাতসহ আদায় করা হানাফী ফিকহের অত্যন্ত বাস্তবসম্মত সমাধান। এটি একদিকে যাকাতদাতার হিসাব সহজ করে, অন্যদিকে গরিবের হক নিশ্চিত করে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত ঋণের প্রকারভেদগুলো বর্তমান আধুনিক ব্যাংকিং ও ক্রেডিট ব্যবসায় যাকাত নির্ণয়ে অত্যন্ত সহায়ক।

١١ .بين الحكمة من مشروعية الزكاة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

(যাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত এবং ইসলামী সমাজে এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-১১: যাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত এবং ইসলামী সমাজে এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল স্তম্ভ এবং আল্লাহ তাআলার এক মহান বিধান। এটি কেবল একটি কর বা ট্যাক্স নয়, বরং একটি আর্থিক ইবাদত। 'আল-হিদায়া' এবং অন্যান্য ফিকহ গ্রন্থে যাকাতকে 'সম্পদের পবিত্রতা' এবং 'আত্মার পরিশুদ্ধি'র মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত ফরজ হওয়ার পেছনে মহান আল্লাহর অসংখ্য হিকমত বা প্রজ্ঞা রয়েছে, যা সমাজ ও অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

প্রথম অংশ: যাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত ও তাৎপর্য (الحكمة من مشروعية الزكاة)

আল্লাহ তাআলা কেন যাকাত ফরজ করেছেন? ফকিহগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর পেছনে নিম্নোক্ত হিকমতগুলো উল্লেখ করেছেন:

১. সম্পদের পবিত্রতা ও বৃদ্ধি (تطهير المال وتنميته):

যাকাত শব্দের অর্থই পবিত্রতা। মানুষের উপার্জিত সম্পদে অজান্তেই অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বা হারাম মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সেই সম্পদ পবিত্র হয়।

- দলিল: আল্লাহ তাআলা বলেন:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

অর্থ: "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।" (সূরা তাওবা: ১০৩)

২. আত্মার পরিশুদ্ধি (تزكية النفس):

মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো সম্পদের প্রতি লোভ এবং কৃপণতা। যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে মুমিনের অন্তর থেকে কৃপণতার ব্যাধি দূর হয় এবং উদারতার গুণ সৃষ্টি হয়। এটি মানুষকে আল্লাহর প্রেমে সম্পদ বিলিয়ে দিতে শেখায়।

৩. গরিবের হক আদায় (أداء حق الفقراء):

যাকাত ধনীর প্রতি দয়া নয়, বরং এটি গরিবের অধিকার। আল্লাহ তাআলা ধনীর সম্পদে গরিবের রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন।

- **হিদায়ার দর্শন:** যাকাত হলো **'শুকরানে নেয়ামত'** (নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা)। আল্লাহ ধনীকে সম্পদ দিয়েছেন, তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাকে গরিবের হক আদায় করতে হবে।

৪. আল্লাহর নৈকট্য লাভ:

যাকাত একটি ইবাদত। নামাজ যেমন শারীরিক ইবাদত, যাকাত তেমনি আর্থিক ইবাদত। এর মাধ্যমে বান্দা তার রবের নৈকট্য এবং পরকালে জান্নাত লাভ করে।

দ্বিতীয় অংশ: যাকাতের সামাজিক প্রভাব (الآثار الاجتماعية)

যাকাত ব্যবস্থা সমাজে এক অনন্য ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি সৃষ্টি করে:

১. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net):

যাকাত সমাজের অসহায়, এতিম, বিধবা এবং অক্ষম মানুষের জন্য বিমার মতো কাজ করে। এটি নিশ্চিত করে যে, ইসলামী সমাজে কেউ না খেয়ে মারা যাবে না। রাষ্ট্র বা সমাজ তাদের দায়িত্ব নেয়।

২. হিংসা-বিদ্বেষ দূরীকরণ:

দরিদ্র মানুষ যখন দেখে ধনীরা বিলাসিতায় জীবন কাটাচ্ছে আর তারা অনাহারে আছে, তখন তাদের মনে ধনীদের প্রতি ঘৃণা ও হিংসা সৃষ্টি হয়। এই ঘৃণা থেকেই চুরি, ডাকাতি ও অরাজকতার জন্ম হয়। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীরা যখন তাদের সম্পদের অংশ গরিবদের দেয়, তখন গরিবের মন থেকে হিংসা দূর হয় এবং ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়।

৩. অপরাধ প্রবণতা হ্রাস:

দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির দিকে বা অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا)। যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হলে চুরি, ছিনতাই ও অনৈতিক কাজ কমে যায়।

৪. ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতি:

যাকাত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক দেহ এক প্রাণের অনুভূতি জাগ্রত করে। এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বিশাল প্রাচীর ভেঙে দেয় এবং সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে।

তৃতীয় অংশ: যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব (الآثار الاقتصادية)

যাকাত কেবল দান-খয়রাত নয়, এটি অর্থনীতির চাকা সচল রাখার এক শক্তিশালী হাতিয়ার:

১. সম্পদের সুষম বন্টন (Fair Distribution of Wealth):

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পদ কেবল ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত থাকে। কিন্তু ইসলাম চায় সম্পদ যেন সমাজের সব স্তরে প্রবাহিত হয়।

- কুরআনের নীতি:

(كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)

অর্থ: "যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা হাশর: ৭)। যাকাত এই আবর্তন নিশ্চিত করে।

২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ (Economic Growth):

যাকাত ব্যবস্থার কারণে মানুষ সম্পদ অলস ফেলে রাখতে চায় না। কারণ অলস সম্পদে প্রতি বছর ২.৫% হারে যাকাত দিলে তা কমে যাবে। তাই যাকাত থেকে বাঁচতে এবং সম্পদ বাড়াতে মানুষ সেই টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন বাড়ে।

৩. ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি (Increasing Purchasing Power):

যাকাতের টাকা যখন গরিব মানুষের হাতে যায়, তখন তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। তারা বাজারে গিয়ে পণ্য কেনে। চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়ে, আর উৎপাদন বাড়লে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়।

৪. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:

যাকাত ব্যবস্থা সুদি অর্থনীতির বিপরীত। সুদ মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়, আর যাকাত অর্থের প্রবাহ ঠিক রেখে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৫. বেকারত্ব দূরীকরণ:

যাকাতের অর্থ দিয়ে গরিবদের পুনর্বাসন করা যায়। যেমন—কাউকে সেলাই মেশিন, রিকশা বা ব্যবসার পুঁজি কিনে দিলে সে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে এবং বেকারত্ব দূর হয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, যাকাত মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশাল রহমত। এটি আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি একটি শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত এবং ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি। 'আল-হিদায়া' ও ইসলামী ফিকহের আলোকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়, তবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য চিরতরে নির্মূল হবে, ইনশাআল্লাহ।